সম্মানিত আদম সন্তান

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন। মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা, দাস্তুর, মাদাদ ইয়া শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, মাদাদ। তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) মানবজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"ওয়া লাকাদ কাররামনা বানী আদাম" (সুরাহ ইসরাঃ৭০)। তিনি বলেন, "আমি তাকে সম্মানিত করেছি। মানুষেরা জন্মগ্রহণ করে, শিশুতে পরিণত হয়, তরুণ হয়, অতঃপর বড় হয়। প্রথমে তাদের মা তাদের লালন-পালন করে, তারপর তাদের বাবা এবং তাদের পরিবার তাদের যত্ন করে। বিবাহ না করা পর্যন্ত তাদের পরিবার তাদের দেখাশোনা করে, তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করে।

মুসলিম বা অমুসলিম, সবার ক্ষেত্রেই এমনটি হয়। তারা আল্লাহ্‌কে চিনুক বা না চিনুক, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) সবাইকেই এই পথে চালান, জীবিকার পথে। সব মানুষ এই পথেই চলে। এই দিক থেকে সব মানুষ একই। পশুদের জীবনও একই রকম। তারা পানাহার করে এই পার্থিব জীবন থেকে বের হয়ে আখিরাতে প্রবেশ করবে, নিজেদের হিসাব দেবে, অতঃপর মাটি হয়ে মিলিয়ে যাবে।

মানবজাতির জন্য কাজ করা এবং আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) কে জানা দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ যা বলেন তা মানুষকে এই পৃথিবীতে করতে হবে। যদি তারা সেটা করে তবেই 'ওয়া লাকাদ কাররামনা বানী আদাম' এর শ্রেনীতে প্রবেশ করতে পারবে। সম্মানিতদের শ্রেণীতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ)তাদেরকে জান্নাত দান করার এবং আখিরাতের সকল ভালো দেয়ার পরিশ্রুতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে মানুষ (ইনসান) বলে সম্বোধন করেছেন যা কিনা সর্বোচ্চ স্তর।

তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) না চেন, তাহলে এ জীবনে শুধু চতুর্পদ জন্তুর মত কাজই করে যাবে, তারপর মারা যাবে এবং নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আখিরাতে ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারবে না, খারাপ জায়গায় যাবে। জন্তুদের মত অবস্থা হবে না, আরও খারাপ অবস্থা হবে তোমাদের, বলেন আল্লাহ্ (জাঃজাঃ)।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

পশুদের অবস্থা ভালো কেন হবে? তারা যদি অন্য কোন পশুকে যন্ত্রণা দিয়ে থাকে, সেটার জন্যেও আখিরাতে পশুদের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তারা জবাবদিহি করে জাহান্নামে যাবে না। তারা মাটি হয়ে মিলিয়ে যাবে। শুধু মানজাতিই নিজেদের জন্য জবাবদিহি করে হয় জান্নাতে নাহয় জাহান্নাবে থাকবে অনন্তকাল।

তাই মানুষ যদি পশুর মত হত তাহলেও তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ হত। মানুষের অবস্থা পশুর থেকেও খারাপ। তারা আখিরাতে বাঁচতে পারবে না। এই জীবন ছোট। পার্থিব জীবন খুবই ক্ষুদ্র। আখিরাতের তুলনায় এই জীবন চোখের একটি পলকের সমানও নয়। তার থেকেও কম। তাই আমাদের আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) এই পৃথিবীতে ভূলে যাওয়া উচিৎ নয় এবং আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যা বলেন তাই করা উচিৎ। আমরা যেন এই জুমার দিনের ওয়াসিলায় সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারি ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

৮ জানুয়ারী ২০১৫ / ২৮ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।